

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, লক্ষ্যমাত্রা ও সূচকসমূহ।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs), এসডিজি বা বৈশ্বিক লক্ষ্যসমূহ হলো ১৭টি আন্তঃসংযুক্ত বৈশ্বিক লক্ষ্যগুলির একটি সংগ্রহ যা "সকলের জন্য একটি ভালো এবং আরও টেকসই ভবিষ্যৎ" অর্জনের পরিকল্পনা হিসাবে তৈরি করা হয়েছে।^[১] জাতিসংঘ লক্ষ্যগুলো প্রণয়ন করেছে এবং “টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা” হিসেবে লক্ষ্যগুলোকে প্রচার করেছে। এসব লক্ষ্য সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা -কে প্রতিস্থাপন করেছে, যা ২০১৫ সালের শেষ নাগাদ মেয়াদোত্তীর্ণ হয়ে গেছে। এসডিজি-এর মেয়াদ ২০১৬ থেকে ২০৩০ সাল। এতে মোট ১৭টি অভীষ্ট, ১৬৯টি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা এবং ১৩৩ টি নির্ধারক অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

সংক্ষেপে ১৭টি এসডিজি হলো: দারিদ্র্য বিলোপ (এসডিজি ১); ক্ষুধা মুক্তি (এসডিজি ২); সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ (এসডিজি ৩); মানসম্মত শিক্ষা (এসডিজি ৪); লিঙ্গ সমতা (এসডিজি ৫); নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন (এসডিজি ৬); শান্তি ও দূষণমুক্ত জ্বালানি (এসডিজি ৭); শোভন কাজ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি (এসডিজি ৮); শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো (এসডিজি ৯); অসমতার হ্রাস (এসডিজি ১০); টেকসই নগর ও জনপদ (এসডিজি ১১); পরিমিত ভোগ ও উৎপাদন (এসডিজি ১২); জলবায়ু কার্যক্রম (এসডিজি ১৩); জলজ জীবন (এসডিজি ১৪); স্থলজ জীবন (এসডিজি ১৫); শান্তি, ন্যায়বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান (এসডিজি ১৬); অভীষ্ট অর্জনে অংশীদারিত্ব (এসডিজি ১৭)।

যদিও লক্ষ্যমাত্রাগুলো বিস্তৃত এবং পরস্পর নির্ভরশীল, দুই বছর পরে (৬ জুলাই ২০১৭) সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত জাতিসংঘের একটি রেজোলিউশনের মাধ্যমে এসডিজিগুলিকে আরও "কার্যকরী" করা হয়। রেজোলিউশনে প্রতিটি লক্ষ্যমাত্রার অগ্রগতি পরিমাপ করতে বেশ কয়েকটি সূচকের সাথে প্রতিটি লক্ষ্যের জন্য নির্দিষ্ট অভিষ্ট চিহ্নিত করা হয়েছে। ২০২০ থেকে ২০৩০ সালের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে। কয়েকটি লক্ষ্যমাত্রার জন্য কোনো নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করা হয়নি।

পর্যবেক্ষণের সুবিধার্থে, লক্ষ্যমাত্রাগুলোর অগ্রগতি অনুসরণ এবং দৃশ্যমান করার জন্য বিভিন্ন সরঞ্জাম রয়েছে। এই সকল সরঞ্জাম সকল তথ্য আরও উপলব্ধি করা এবং সহজে বোঝার অভিপ্রায়ে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ, ২০১৮ সালের জুনে চালু হওয়া অনলাইন প্রকাশনা এসডিজি ট্র্যাকার, সকল সূচকের উপলব্ধ তথ্য উপস্থাপন করে। এসডিজি লিঙ্গ সমতা, শিক্ষা এবং সংস্কৃতির মতো একাধিক ক্রস-কাটিং বিষয়গুলিতে গুরুত্ব আরোপ করে। ২০২০ সালের ১৭টি এসডিজিতে কোভিড-১৯ মহামারীর গুরুতর প্রভাব ছিল।

২৫-২৭ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন শীর্ষ সম্মেলন এ বিভিন্ন দেশের সরকার প্রধানদের আলোচনার মধ্যে এ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। সম্মেলনের বিষয়বস্তু ট্রান্সফর্মিং আওয়ার ওয়ার্ল্ড : টেকসই উন্নয়নের জন্য ২০৩০ এজেন্ডা।

সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

অনুমোদনঃ

ট্রান্সফর্মিং আওয়ার ওয়ার্ল্ড : টেকসই উন্নয়নের জন্য ২০৩০ এজেন্ডা

২০১৫-পরবর্তী উন্নয়ন এজেন্ডা নিয়ে আলোচনা জানুয়ারি ২০১৫-এ শুরু হয় এবং আগস্ট ২০১৫-এ শেষ হয়। আলোচনাটি উন্নয়নের জন্য অর্থায়নের বিষয়ে জাতিসংঘের আলোচনার সমান্তরালে চলে, যা ২০১৫-পরবর্তী উন্নয়ন এজেন্ডা বাস্তবায়নের আর্থিক উপায় নির্ধারণ করে; এই আলোচনার ফলে জুলাই ২০১৫-এ আদিস আবাবা অ্যাকশন এজেন্ডা গৃহীত হয়। নিউইয়র্কে ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন শীর্ষ সম্মেলনে একটি চূড়ান্ত নথি গৃহীত হয়েছিল।^[২]

লক্ষ্য এবং সূচকঃ

লক্ষ্যমাত্রা এবং সূচকযুক্ত টেকসই বিকাশের ২০৩০ এজেন্ডা সম্পর্কিত পরিসংখ্যান কমিশনের কাজ, জুলাই ২০১৭ (জাতিসংঘের রেজোলিউশন এ / আরইএস / ৭১/৩১৩)

প্রতিটি লক্ষ্য সাধারণত ৮-১২ লক্ষ্য থাকে এবং প্রতিটি লক্ষ্য লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানোর দিকে অগ্রগতি পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয় ১ থেকে ৪ টি সূচক। লক্ষ্য গুলো হলো: "ফলাফল" লক্ষ্য (পরিস্থিতি অর্জনের লক্ষ্য) বা "বাস্তবায়নের মাধ্যম" লক্ষ্যগুলি। ^[৩] এসডিজি কীভাবে অর্জন করা যায় সে সম্পর্কে কয়েকটি সদস্য রাষ্ট্রের উদ্বেগের সমাধানের জন্য এসডিজিদের সাথে আলোচনার প্রক্রিয়াতে শেষের লক্ষ্যগুলি প্রবর্তন করা হয়েছিল। লক্ষ্য ১৭ এসডিজি কীভাবে অর্জন করা হবে সে সম্পর্কে পুরোপুরি^[৩]

লক্ষ্যগুলির সংখ্যা নির্ধারণের পদ্ধতিটি নিম্নরূপ: "ফলাফলের লক্ষ্যমাত্রা" ব্যবহার সংখ্যা, যেখানে "প্রয়োগের লক্ষ্যমাত্রার উপায়" ছোট হাতের অক্ষর ব্যবহার করে।^[৩] উদাহরণস্বরূপ, এসডিজি ৬ এর মোট ৪ টি লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। প্রথম ছয়টি ফলাফলের লক্ষ্যমাত্রা এবং ৬.১ থেকে ৬.৬ পর্যন্ত লেবেলযুক্ত। চূড়ান্ত দুটি লক্ষ্যগুলি হল "বাস্তবায়ন লক্ষ্যমাত্রার মাধ্যম" এবং লক্ষ্যগুলি ৬.এ এবং ৬.বি হিসাবে লেবেলযুক্ত। ^[৪] Global fossil fuel subsidies in 2018 were \$400 billion.^[৪] এটি পুনর্নিবীকরণযোগ্যদের জন্য অনুমান ভর্তুকি দ্বিগুণ ছিল এবং বৈশ্বিক কার্বন ডাই অক্সাইড নিঃসরণ হ্রাস করার কাজে ক্ষতিকর।^[৪]

সূচক পর্যালোচনাঃ

পরিকল্পনা অনুযায়ী, ২০২০ সালে জাতিসংঘের পরিসংখ্যান কমিশনের ৫১তম অধিবেশনে সূচক কাঠামোটি ব্যাপকভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছিল। ২০২৫ সালে এটি নিয়ে আবার পর্যালোচনা করা হবে। পরিসংখ্যান কমিশনের ৫১তম অধিবেশনে (৩-৬ মার্চ ২০২০ থেকে নিউইয়র্ক সিটিতে অনুষ্ঠিত) কমিশনের বিবেচনার জন্য বিশ্বব্যাপী সূচক কাঠামোতে মোট ৩৬টি পরিবর্তনের প্রস্তাব করা হয়েছিল। কিছু সূচক প্রতিস্থাপিত, সংশোধিত বা বাতিল করা হয়। ১৫ অক্টোবর ২০১৮ এবং ১৭ এপ্রিল ২০২০-এর মধ্যে, সূচকগুলিতে অন্যান্য পরিবর্তন করা হয়েছিল।

জাতিসংঘের পরিসংখ্যান বিভাগ (ইউএনএসডি) ওয়েবসাইটটি একটি চলমান সরকারী নির্দেশক তালিকা প্রদান করে যেখানে ২০২০ সালের মার্চ মাসে পরিসংখ্যান কমিশনের ৫১তম অধিবেশন সমস্ত আপডেট অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

সূচকগুলিকে তাদের পদ্ধতিগত উন্নয়ন এবং বৈশ্বিক পর্যায়ে তথ্যের প্রাপ্যতার ভিত্তিতে তিনটি স্তরে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়। টায়ার ১ এবং টায়ার ৩ হল সে সূচকগুলো যেগুলো ধারণাগতভাবে বোধগম্য ও একটি আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি রয়েছে এবং অন্তত কিছু দেশ নিয়মিতভাবে তথ্য তৈরি করে।

লক্ষ্য এবং সূচকসহ ১৭টি লক্ষ্য,

লক্ষ্য ১: দারিদ্র্য বিলোপ

এসডিজি ১ হলো "সর্বত্র সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসান"।

এসডিজি ১ অর্জন করলে ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বব্যাপী চরম দারিদ্র্যের অবসান ঘটবে। এ লক্ষ্যের অগ্রগতি পরিমাপ করার জন্য সাতটি লক্ষ্য এবং ১৩ টি সূচক রয়েছে। পাঁচটি ফলাফল লক্ষ্য হল: চরম দারিদ্র্য দূরীকরণ; সমস্ত দারিদ্র্য অর্ধেক হ্রাস; সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়ন; মালিকানা, মৌলিক সেবা, প্রযুক্তি এবং অর্থনৈতিক সম্পদের সমান অধিকার নিশ্চিত করা; এবং পরিবেশগত, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয়ের স্থিতিস্থাপকতা তৈরি করা। এসডিজি ১ অর্জনের উপায় এর সাথে সম্পর্কিত দুটি লক্ষ্য হল দারিদ্র্যের অবসানের জন্য সম্পদ সংগ্রহ করা; এবং সকল স্তরে দারিদ্র্য বিমোচন নীতি কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা।

চলমান অগ্রগতি সত্ত্বেও, বিশ্বের জনসংখ্যার ১০ শতাংশ দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করে এবং স্বাস্থ্য, শিক্ষা, এবং পানি ও স্যানিটেশনের মতো মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য সংগ্রাম করে। নিম্ন-আয়ের দেশগুলিতে চরম দারিদ্র্য রয়ে গেছে বিশেষ করে যারা দ্বন্দ্ব এবং রাজনৈতিক উত্থান দ্বারা প্রভাবিত। সামাজিক নীতিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন না হলে, ২০৩০ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্য নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পাবে। গ্রামীণ দারিদ্র্যের হার দাঁড়িয়েছে ১৭.২ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ৫.৩ শতাংশ (২০১৬ সালে)। যার প্রায় অর্ধেক শিশু।

সেপ্টেম্বর ২০২০-এ প্রকাশিত একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে দারিদ্র্য মাত্র কয়েক মাসে ৭ শতাংশ বেড়েছে, যদিও তা গত ২০ বছর ধরে ক্রমাগত কমছে।

লক্ষ্য ২: ক্ষুধা মুক্তি,

এসডিজি দুই হল: "ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসার"।

এসডিজি ২ এর অগ্রগতি পরিমাপের জন্য আটটি লক্ষ্য এবং ১৪ টি সূচক রয়েছে। পাঁচটি ফলাফল লক্ষ্য হল: ক্ষুধা নিবারণ এবং খাদ্যের প্রাপ্তি ব্যবস্থা উন্নত করা; সব ধরনের অপুষ্টির অবসান ঘটানো; কৃষি উৎপাদনশীলতা; টেকসই খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থা এবং স্থিতিস্থাপক কৃষি পদ্ধতি; বীজের জিনগত বৈচিত্র্য, গাছপালা চাষ করা এবং গৃহপালিত প্রাণী পালন; বিনিয়োগ, গবেষণা এবং প্রযুক্তি। তিনটি "অর্জন করার উপায়" লক্ষ্যগুলির মধ্যে রয়েছে: বিশ্ব কৃষি বাজার, খাদ্য পণ্যের বাজার এবং তাদের আহরণ -এ বাণিজ্য সীমাবদ্ধতা এবং বিকৃতি মোকাবেলা করা। এটি মোকাবিলা করার একমাত্র সহজ উপায় হচ্ছে উন্নত বিশ্বে শ্রমবাজার জোরদার করা যাতে সল্পতায় উন্নয়নশীল দেশগুলো থেকে দক্ষ, আদা দক্ষ বা অনা দক্ষ শ্রমিক আসতে পারে। এবং উন্নয়নশীল দেশে রাজনৈতিক সহিংসতা। বিশ্বব্যাপী ৯ জনের মধ্যে ১ জন মানুষ অপুষ্টিতে ভুগছে; যাদের অধিকাংশই উন্নয়নশীল দেশে বাস করে। পুষ্টিহীনতার কারণে বিশ্বব্যাপী ৫২ মিলিয়ন শিশুর উচ্চতার তুলনায় কম বা অতি কম ওজন হয়। এটি প্রতি বছর পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের প্রায় অর্ধেক (৪৫%) মৃত্যুর জন্য দায়ী - প্রতি বছর ৩.১ মিলিয়ন শিশু।

লক্ষ্য ৩: সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ,

এসডিজি ৩ হলো "সকল বয়সী সকল মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণ"

লক্ষ্যমাত্রার দিকে অগ্রগতি পরিমাপ করার জন্য এসডিজি ৩-এ ১৩ টি লক্ষ্য এবং ২৮ টি সূচক রয়েছে। প্রথম নয়টি লক্ষ্যমাত্রা হল ফলাফল লক্ষ্য। সেগুলি হল: মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাস করা; পাঁচ বছরের কম বয়সী সকল প্রতিরোধযোগ্য মৃত্যু শেষ করা; সংক্রামক রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করা; অসংক্রামক রোগ থেকে মৃত্যুহার হ্রাস নিশ্চিত করা এবং মানসিক স্বাস্থ্যের প্রচার করা; মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার প্রতিরোধ ও চিকিৎসা করা; রাস্তার আঘাত এবং মৃত্যু হ্রাস করুন; যৌন এবং প্রজনন যন্ত্র, পরিবার পরিকল্পনা এবং শিক্ষার সার্বজনীন অ্যাক্সেস মঞ্জুর করুন; সার্বজনীন স্বাস্থ্য কভারেজ অর্জন; এবং বিপজ্জনক রাসায়নিক এবং দূষণ থেকে অসুস্থতা এবং মৃত্যু হ্রাস করে। এসডিজি ৩ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের চারটি উপায় হল: তামাক নিয়ন্ত্রণে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কাঠামোগত সম্মেলন বাস্তবায়ন করা; গবেষণা, উন্নয়ন এবং সাশ্রয়ী মূল্যের ভ্যাকসিন ও ওষুধের সার্বজনীন প্রাপ্তি সমর্থন করে; উন্নয়নশীল দেশগুলিতে স্বাস্থ্য অর্থায়ন বৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্য কর্মী বাহিনীকে সহায়তা করা; এবং বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্য ঝুঁকির জন্য প্রারম্ভিক সতর্কতা ব্যবস্থা উন্নত করা।

আয়ু বৃদ্ধি এবং শিশু ও মাতৃমৃত্যুর কিছু সাধারণ কারণ কমাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। ২০০০ এবং ২০১৬-এর মধ্যে, বিশ্বব্যাপী পাঁচ বছরের কম বয়সী মৃত্যুহার ৪৭ শতাংশ কমেছে (প্রতি ১০০০ জীবিত জন্মে ৭৮ টি মৃত্যু থেকে প্রতি ১০০০ জীবিত জন্মে ৪১ টি মৃত্যু হয়েছে)। এখনও, পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের মৃত্যুর সংখ্যা খুব বেশি: ২০১৬ সালে ৫.৬ মিলিয়ন।

লক্ষ্য ৪: গুনগত শিক্ষা,

এসডিজি ৪ হলো "সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুনগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষা লাভের সুযোগ সৃষ্টি।"

এসডিজি ৪ এর দশটি লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে যা ১১ টি সূচক দ্বারা পরিমাপ করা হয়। সাতটি "ফলাফল-ভিত্তিক লক্ষ্য" হল: বিনামূল্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা; মানসম্পন্ন প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় সমান প্রবেশাধিকার; সাশ্রয়ী মূল্যের কারিগরি, বৃত্তিমূলক এবং উচ্চ শিক্ষা; আর্থিক সাফল্যের জন্য প্রাসঙ্গিক দক্ষতা

সহ মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি; শিক্ষায় সকল বৈষম্য দূর করা; সর্বজনীন সাক্ষরতা এবং সংখ্যাতা; এবং টেকসই উন্নয়ন এবং বিশ্ব নাগরিকত্বের জন্য শিক্ষা। তিনটি "লক্ষ্য অর্জনের উপায়" হল: অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং নিরাপদ বিদ্যালয় নির্মাণ ও আপগ্রেড করা; উন্নয়নশীল দেশগুলির জন্য উচ্চ শিক্ষা বৃত্তি প্রসারিত করা; এবং উন্নয়নশীল দেশে যোগ্য শিক্ষকের সরবরাহ বাড়াতে হবে।

বিশেষ করে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্তরে ছেলে ও মেয়ে উভয়ের জন্য শিক্ষার প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রে বড় অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। স্কুল বহির্ভূত শিশুদের সংখ্যা ১৯৯৭ সালে ১১২ মিলিয়ন থেকে ২০১৪ সালে ৬০ মিলিয়নে প্রায় অর্ধেক হয়েছে। অগ্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে, ২০১৮ সালে তৃতীয় শিক্ষায় বিশ্বব্যাপী অংশগ্রহণ ২২৪ মিলিয়নে পৌঁছেছে, যা ৩৮% এর গ্রস নথিভুক্তি অনুপাতের সমতুল্য।

লক্ষ্য ৫: জেন্ডার সমতা,

এসডিজি ৫ হলো "জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন।"

"কাউকে পিছিয়ে না দেওয়ার" অঙ্গীকারের মাধ্যমে দেশগুলি প্রথমে সবচেয়ে পিছনে থাকা লোকদের জন্য দ্রুত অগ্রগতির জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে। এসডিজি ৫-এর লক্ষ্য নারী ও মেয়েদের সমান অধিকার, কর্মক্ষেত্রে বৈষম্য বা কোনো সহিংসতা সহ বৈষম্য ছাড়াই মুক্তভাবে বেঁচে থাকার সুযোগ প্রদান করা। এটি লিঙ্গ সমতা অর্জন এবং সমস্ত নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়নের জন্য।

২০২০ সালে, জাতীয় সংসদের একক বা নিম্নকক্ষে নারীদের প্রতিনিধিত্ব ২৫ শতাংশে পৌঁছেছে, যা ২০১৫ সালের ২২ শতাংশ থেকে কিছুটা বেড়েছে। ১৩৩ টি দেশ ও এলাকার তথ্যের ভিত্তিতে স্থানীয় পর্যায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদে নারীদের এখন আরও ভালো প্রবেশাধিকার রয়েছে, স্থানীয় ইচ্ছাকৃত সংস্থায় ৩৬ শতাংশ নির্বাচিত আসন রয়েছে। যদিও মহিলাদের যৌনাঙ্গ কেটে ফেলা এবং কাটা (এফজিএম/সি) কম সাধারণ হয়ে উঠছে, অন্তত ২০০ মিলিয়ন মেয়ে এবং মহিলা এই ক্ষতিকারক অনুশীলনের শিকার হয়েছে।

লক্ষ্য ৬: নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন,

এসডিজি ৬ হলো "সকলের জন্য পানি ও স্যানিটেশনের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা।"

ছয়টি "ফলাফল-ভিত্তিক লক্ষ্য" এর মধ্যে রয়েছে: নিরাপদ এবং সাশ্রয়ী পানীয় জল; উন্মুক্ত মলত্যাগ বন্ধ এবং স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি প্রদান, জলের গুণমান উন্নত করা, বর্জ্য পানি পুনঃচক্রীকরণ এবং নিরাপদ পুনঃব্যবহার, জল-ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং মিঠা পানির সরবরাহ নিশ্চিত করুন, আইডলিউআরএম প্রয়োগ করা, জল-সম্পর্কিত বাস্তব রক্ষা এবং পুনরুদ্ধার। দুটি "অর্জনের উপায়" লক্ষ্য হল উন্নয়নশীল দেশগুলিতে জল এবং স্যানিটেশন সহায়তা সম্প্রসারিত করা এবং জল ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় নিযুক্তি সমর্থন করা।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ডব্লিউএইচও এবং জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক শিশু জরুরী তহবিল ইউনিসেফের জয়েন্ট মনিটরিং প্রোগ্রাম (জেএমপি) ২০১৭ সালে রিপোর্ট করেছে যে ৪.৫ বিলিয়ন লোকের বর্তমানে নিরাপদ স্যানিটেশন ব্যবস্থা নেই। এছাড়াও ২০১৭ সালে, বিশ্ব জনসংখ্যার মাত্র ৭১ শতাংশ নিরাপদে ম্যানেজড পানীয় জল ব্যবহার করেছে এবং ২.২ বিলিয়ন মানুষ এখনও নিরাপদে ম্যানেজড পানীয় জল ছাড়াই রয়ে গেছে। জলের চাপের বিষয়ে: "২০১৭ সালে, মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়া এবং উত্তর আফ্রিকা খুব উচ্চ জলের চাপ নিবন্ধন করেছে - মোট পুনর্নিবীকরণযোগ্য স্বাদু জলের সম্পদের সাথে প্রত্যাহারকৃত তাজা জলের অনুপাত হিসাবে সংজ্ঞায়িত - ৭০ শতাংশের বেশি"। ২০১৮ সালে জল খাতে সরকারী উন্নয়ন সহায়তা বিতরণ বেড়ে \$৯ বিলিয়ন হয়েছে। প্রমাণ দেখায় যে সরবরাহ- এবং চাহিদা উভয় পক্ষের হস্তক্ষেপ সাহায্য দ্বারা অর্থায়ন করা প্রচারে জলের প্রাপ্তিতে অবদান রাখতে পারে, তবে ধারাবাহিক দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ প্রয়োজন।

লক্ষ্য ৭: সাশ্রয়ী ও দূষণমুক্ত জ্বালানি,

এসডিজি ৭ হলো "সকলের জন্য সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য, টেকসই ও আধুনিক জ্বালানি সহজলভ্য করা।"

এর পাঁচটি লক্ষ্যমাত্রা বা সূচক রয়েছে, যা ২০৩০ সালের মধ্যে অর্জন করতে হবে।^[৫] এই লক্ষ্যের একটি সূচক হল সকলের জন্য বিদ্যুতের সার্বজনীন অধিকার নিশ্চিত করা (বিদ্যুতের প্রাপ্যতা সম্প্রসারণের অগ্রগতি বেশ কয়েকটি দেশে হয়েছে, বিশেষ করে [ভারত](#), [বাংলাদেশ](#) এবং [কেনিয়া](#))।^[৬] অন্য সূচকগুলি নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও জ্বালানি দক্ষতা উন্নয়নে নজর দেয়।^[৫]

লক্ষ্য ৮: শোভন কাজ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি,

এসডিজি ৮ হলো "সকলের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টি এবং স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন।"

লক্ষ্য ৯: শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো,

এসডিজি ৯ হলো "অভিঘাতসহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়নের প্রবর্ধন এবং উদ্ভাবনার প্রসারণ।"

লক্ষ্য ১০: অসমতার হ্রাস,

এসডিজি ১০ হলো "অন্তঃ ও আন্তঃ দেশীয় অসমতা কমিয়ে আনা।"

লক্ষ্য ১১: টেকসই নগর ও জনপদ,

এসডিজি ১১ হলো "অন্তর্ভুক্তিমূলক, নিরাপদ, অভিঘাতসহনশীল এবং টেকসই নগর ও জনবসতি গড়ে তোলা।"

লক্ষ্য ১২: পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন,

এসডিজি ১২ হলো "পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদনধরন নিশ্চিত করা।"

লক্ষ্য ১৩: জলবায়ু কার্যক্রম,

এসডিজি ১৩ হলো "জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবেলায় জরুরি কর্মব্যবস্থা গ্রহণ।"

লক্ষ্য ১৪: জলজ জীবন,

এসডিজি ১৪ হলো "টেকসই উন্নয়নের জন্য সাগর, মহাসাগর ও সামুদ্রিক সম্পদের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার।"

লক্ষ্য ১৫: স্থলজ জীবন,

এসডিজি ১৫ হলো "স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের পুনরুদ্ধার ও সুরক্ষা প্রদান এবং টেকসই ব্যবহারে পৃষ্ঠপোষণা, টেকসই বন ব্যবস্থাপনা, মরুকরণ প্রক্রিয়ার মোকাবেলা, ভূমির অবক্ষয় রোধ ও ভূমি সৃষ্টি প্রক্রিয়ার পুনরুজ্জীবন এবং জীববৈচিত্র্য হ্রাস প্রতিরোধ।"

লক্ষ্য ১৬: শান্তি, ন্যায্যবিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান,

এসডিজি ১৬ হলো "টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজব্যবস্থার প্রচলন, সকলের জন্য ন্যায্যবিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করা এবং সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিতাপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ।"

লক্ষ্য ১৭: অভীষ্ট অর্জনে অংশীদারিত্ব,

এসডিজি ১৭ হলো "টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব উজ্জীবনকরণ ও বাস্তবায়নের উপায়সমূহ শক্তিশালী করা।"